প্রথম আলো, ২০১৬-০৫-১৬, পৃঃ ০১ ও ০৪

রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় সুইফট দায়ী

সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনার জন্য আর্থিক লেনদেনের আন্তর্জাতিক বার্তা আদান-প্রদানকারী মাধ্যম ও বেলজিয়ামভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সুইফটকে দায়ী করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক থেকেও অসাবধানতা এবং অদক্ষতা ছিল। রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ও সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গতকাল রোববার সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এর আগে ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। তাতেও এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান কমিটির প্রধান। তবে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন তৈরির কাজটি এখনো চলমান রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার পর এ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ কোনো মন্তব্য করেননি। এমনকি তদন্ত দলের সদস্যরাও এ নিয়ে এত দিন কোনো কথা বলেননি। তবে নিউইয়র্ক ফেড ও সুইফটের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তব্য আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হয়। এ অবস্থায় গতকাল প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● প্রথম আলো

গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে গত ১৫ মার্চ সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

অর্থ চুরির ঘটনায় সুইফট দায়ী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সচিব গকুল চাঁদ দাস। কমিটি গত ২০ এপ্রিল অর্থমন্ত্রীর কাছে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গতকাল দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকে দায়িত্ব পালন শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনার জন্য প্রাথমিকভাবে সুইফট দায়ী। তাদের কর্তব্য সুরক্ষিত অবস্থায় সিস্টেম সরবরাহ করা। মাঝপথে এসে যেন সেই সিস্টেম অরক্ষিত হয়ে না পড়ে, সেটা দেখাও সুইফটের দায়িত্ব।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, সুইফট এখন বলছে যে তাদের কাজ 'সিস্টেম' দেওয়া, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজটি ব্যবহারকারীর। কিন্তু সুইফটের কর্তব্য হচ্ছে সুরক্ষিত অবস্থায় সিস্টেমটি দেওয়া। এটি মাঝপথে যেন অরক্ষিত অবস্থায় না থাকে, তারও দায়িত্ব সুইফটের। ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশ খুব পদ্ধতিগতভাবে সুইফট ব্যবহার করছে। অথচ ২০১৫ সালের ৮ মার্চ সুইফট বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি চিঠি দেয়। চিঠিতে সুইফটকে রিয়েল টাইম গ্রোস সেটেলমেন্ট সিস্টেমের (আরটিজিএস) সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়। ওই চিঠিতে তোষামোদ ছাড়া আর কোনো যুক্তি ছিল না। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কী উপকার হবে বা দেশের কী উপকার হবে, এ রকম কোনো যুক্তি ছিল না। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী কমিটিও এ চিঠি পাওয়ার পর দায়িত্বজ্ঞানহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে এর অনুমোদন দেয়।

ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, এ সংযোগের আগে ১৩টি করণীয় ছিল। এর মধ্যে কোনোটি সুইফটের আবার কোনোটি বাংলাদেশ ব্যাংকের করার কথা ছিল। এর মধ্যে দু-তিনটি করণীয় না করেই ২০১৫ সালের নভেম্বরে সংযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু সুইফটের অ্যান্টিভাইরাসের কারণে আরটিজিএসের সংযোগ দেওয়া যায়নি। ফলে নিরাপত্তার জন্য হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি মডিউল (এইচএসএম) স্থাপন করার পর সংযোগটি দেওয়ার কথা ছিল। মডিউলটি আনা হলেও এখন পর্যন্ত তা স্থাপন করা হয়নি। মডিউল ছাড়াই সংযোগ দেওয়ার সময় অ্যান্টিভাইরাস অচল করার চেষ্টা করা হয়। মি. রেডিড ও মি. আদ্রেজ সুইফটেরই প্রকৌশলী। প্রথমে রেডিড আসেন, পরে আদ্রেজ। মি. আদ্রেজ এসে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংযোগ দেন। কিন্তু সিস্টেমের কোনো ব্যাকআপ ছিল না। এরপর নিলাভাজন নামে একজনকে তারা পাঠান, বলা হয় তিনি সুইফটের প্রতিনিধি। আসলে তিনি সুইফটের না।

এ নিয়ে ফরাসউদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, 'সংযোগ দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত সিস্টেমটি বাংলাদেশকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, সমস্যা হলে কী হবে, তা এখন পর্যন্ত জানানো হয়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সার্ভারকে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার নির্দেশনা দেয় তারা। আমরা মনে করি, এ সমস্ত কারণে সুইফটের ব্যবস্থাটি সমঝোতা করেছে। তাদের নিরাপত্তা যে নিশ্ছিদ্র ছিল, তা নেই। এ কারণে ভিয়েতনামেও ঘটনা ঘটেছে। সুইফট যে বলছে, তাদের দায়িত্ব নেই। এটা ঠিক না। আমরা বলছি সুইফটকে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। তাদের দায় আছে, দায় স্বীকার করতে হবে।'

তদন্ত কমিটির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে সুইফট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হয়। *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে সুইফট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করা হয়। রাতে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেই ই-মেইলের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'এ পর্যায়ে কোনো মন্তব্য করতে পারছি না।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির জন্যই একটা নির্দিষ্ট ম্যালওয়্যার তৈরি করা হয়েছিল বলে জানান ফরাসউদ্দিন। আর তা তৈরি করা হয়েছে পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ায়। আবার রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে অর্থমন্ত্রীকে না জানানোর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে জানান ফরাসউদ্দিন। তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রীকে না জানানোর কাজটি ঠিক হয়নি। তিনি এ-ও বলেন, এখন পর্যন্ত কমিটির হাতে যেসব তথ্য-প্রমাণ রয়েছে, তাতে এ ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের কারও সজ্ঞানে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলেনি। তবে অসাবধানতা, অদক্ষতা ও অসতর্কতা যে ছিল, সেটি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের (নিউইয়র্ক ফেড) ভূমিকা প্রসঙ্গে ফরাসউদ্দিন বলেন, ঐতিহ্যগতভাবে বড় অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর করা হলে তা প্রতিষ্ঠানের নামে করা হয়। পরিমাণ কম হলে ব্যক্তিবিশেষের নামেও তা করা হয়। ফেডের দিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আদেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের উত্তর না পেয়ে তারা ব্যক্তিবিশেষের নামে ৫ আদেশ কার্যকর করল।

চুরি যাওয়া অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে ফরাসউদ্দিন বলেন, সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহল সমন্বিতভাবে কাজ করলে ৫ কোটি ডলারের বেশি উদ্ধার করা সম্ভব। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ওই অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার গেছে ফিলিপাইনে আর ২ কোটি ডলার গেছে শ্রীলঙ্কায়। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা থেকে ২ কোটি ডলার এরই মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। ফিলিপাইনে যাওয়া অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।